আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহহ ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমাহির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়: নামাজ ছাড়া মানুষ মুসলমান থাকে না

তোমরা জানো না কখন তোমরা মরবা। শোন তুমি অপরাধ করিও যদি তোমার মনে হয় আল্লাহ তোমাকে দেখে না তখন করিও। তুমি অপরাধ করিও যদি তোমার মনে হয় আল্লাহ তোমাকে জিজ্ঞেস করবে না তুমি নিশ্চিত বেঁচে যাবে। তুমি অপরাধ করিও যদি তোমার মনে হয় আল্লাহ তোমার জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করবে আর তুমি আল্লাহকে বলবে আল্লাহ আপনি বললেই হবে নাকি আমি জাহান্নামে যাবে। যদি এই ক্ষমতার অধিকারী হয় তাহলে তুমি অপরাধ কোরিও।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা নামাজ ছাড়া মানুষ মুসলমান থাকে না আমি বলছিনা হাত কোথায় বাঁধবেন। তর্ক পরে আমি বলছি আপনি নামাজ শুরু করেন। আমি বলছিনা তারাবী ২০ রাকাত নাকি ৮ রাকাত পড়বেন, আমি বলছি যে আপনি পড়েন ২ রাকাত হলেও আপনি পরেন। আমি বলছি যে এশার নামাজ ১৫ রাকাত দরকার নাই আপনি শুধু ৪ রাকাত ফরজ পড়েন। আমি কি বলছি যে সুন্নত বাদ দিয়ে দিতে। আমি বলছি তুমি পড়ছো না।

শুনো ভয় পেয় না এসার নামাজ ১৫ রাকাত তোমার উপর ফরজ নয়। আমি তোমাকে না করছি না ১৫ রাকাত পড়তে। আমি বলছি তুমি নামাজি পড়ো না, ৪ রাকাত পড়ো এই ৪ রাকাত এশা না পড়লে তুমি মুসলিম নও। ৩ রাকাত মাগরিব না পড়লেও তুমি মুসলিম নও, ৪ রাকাত আছর না পড়লে তুমি মুসলিম নও। দেখো আমাকে দোষ দিও না বুখারী খোল সালাত অধ্যায় যায়, আজান অধ্যায় যাও, আল্লাহর নবী বলেছে তারা, ওর কাফির, ওরা মুশরিক, ওদের আর আমি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স:) এর উম্মতের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নামাজ। ও সাহাবা ও উম্মত তুমি চিনবে মুহাম্মদর উম্মতকে সাল্লালাহু আলাই হিয়া সাল্লাম। ও আমার উম্মত তুমি কি আমার উম্মত কে চিনতে চাও, শোনো তারা যারা আমার উম্মত নয় আর এরা যারা আমার উম্মত। যে নামাজ পরে সে আমার উম্মত আর যে নামাজ পরে না সে আমার উম্মত না।

তুমি আল্লাহর নবী উম্মত ছাড়া কিভাবে মুসলমান হবে। তোমাকে আমরা বলি নামাজ তা ছাড়িও না। তুমি যে অপরাধে লিপ্ত আছো ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করো কিন্তু নামাজ তা তুমি এখন থেকে কর। তোমার ফরজ মিস (Miss) হওয়া চাই না।

তুমি যদি সারাজীবন নামাজ না পড় আমার যায় আসে না। তুমি যদি সারাজীবন নামাজ পড় আমার কিছু লাভ আছে তুমি নামাজ পড়লে নাকি আমিও। আমি আমার লাভের কথা বলছি শোন তুমি নামাজ না পড়লেও আমার লাভ আছে আমি নেকীর উদ্দেশ্যে কথা বলছি আমার নেকি হয়ে যাবে কে ঠেকাবে তুমি তো আর আল্লাহেক ঠেকাতে পারবে না। তুমি নিজেকে নামাজ থেকে বিরত রাখতে পারবা আল্লাহ যদি নেকি দেয় ঠেকাতে পারবে।

সেইভ করিয়েন না। দেখেন এটা অনেক কিছু না। এমন না যে সেইভ করলে আপনি কাফের কিংবা মুশরিক হয়ে গেছেন। কিন্তু আপনার লজ্জা থাকা উচিত কিভাবে কাটতাছেন। মহিলাদের উঠেনা আপনার উঠে কেমনে কাটতাছেন। গলা কেটে দিবেন কাটবেন না কারণ এটা হারাম দাড়ি কাটাও তো হারাম। শূকর মাংস খাচ্ছো না কারন এটা হারাম তাই তাহলে নামাজ ছেড়ে দিচ্ছ অথচ এটাও তো হারাম। নামাজ না পড়লে মানুষ কাফের হয়ে যায়।

লেখক এবং ভিডিও কণ্ঠদাতা শায়েখ জামশেদ মজুমদার

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Click here http://www.morningbrightness.fi/